সোনার দেশ
যা ঘটে তা তুলে ধরার প্রচেষ্টা প্রতিদিন
৪ টাকায় ৮
২৪ জানুয়ারি ২০২০, ১০ মাঘ ১৪২৬, ২৭ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১, রাজশাহী, বর্ষ ৪২, সংখ্যা ৩৬ নিবন্ধন নম্বর রাজ-৬৮
www.dailysonardesh.com

সাহিত্য সামি

এস এম তিতুমীর

সম্মিলন, একতার নিরঙ্কুশ মহামিলন। যেখানে রূপের বহুমাত্রিকা আর কাঠামোগত অবয়বের ভিন্নতা নিয়েও পায়ের নিচে একই মাটির পরশ সমানভাবে ধারণ করে। চেতনার স্ফুরণ, আলোকময়তা,আঙ্গিক ব্যাপ্তি ব্যঞ্জনা সর্বোপরি মনন মন্দ্রিত মহাকালে মিশে থাকা বিচিত্রতা ধারণ করে এক শিল্পীর জাগরণ ঘটে। সত্তার সুকুমার শৈলী এবং তার সার্থক বিক্ষেপণের মধ্য দিয়েই শিল্পী সত্তার সজীবতা সমাজ কাল ছাপিয়ে প্রবহমান থাকে। সেই ধারায় প্রথিতযশা গুণিশিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর চিত্রকল্প। শিল্পী হীরা সোবহান জীবন ও সময়ের ছাপকে লাগিয়েছেন ক্যানভাসে ক্যানভাসে। তাতে রঙের দ্যুতি নিঃসন্দেহে প্রাণ ছুঁয়ে যায়।

শিল্পী প্রফেসর ড. হীরা সোবাহান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছায় নন্দীবাড়ি গ্রামে ১৯৭০ সালের ২৪ মে জন্মগ্রহণ করেন। প্রিন্টমেকার, পেইন্টার, ডিজাইনার, গবেষক ও লেখক হিসাবে তিনি পরিচিত। ১৯৯৩ সালে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রিন্টমেকিং-এ দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থানে বিএফএ ডিগ্রি এবং প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানে এমএফএ ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৯৫ সালে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলাদেশের ছাপচিত্রকলা এবং তিনজন শিল্পী : সফিউদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া ও মনিরুল ইসলাম (১৯৪৮-২০০৮)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে বাংলাদেশে প্রিন্টমেকিং বা ছাপচিত্রে সর্বপ্রথম পিএইচডি অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন ২০১১ সালে। তিনি মূর্ত, অর্ধবিমূর্ত ও বিমূর্ত আধুনিক শিল্পরীতিতে শিল্পনির্মাণে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

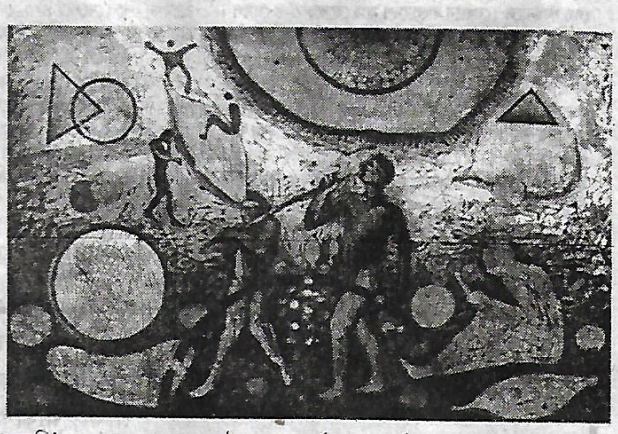

উডকাট, এচিং, অ্যাকোয়াটিন্ট, সফটগ্রাউন্ড, ড্রাইপয়েন্ট, স্টোনলিথোগ্রাফি, মনোটাইপ, মেজোটিন্ট, কলোগ্রাফ ও মিশ্রমাধ্যমে এদেশের প্রকৃতি, চলমান জীবনযাত্রা, দুর্যোগ, সমাজের নানা অসঙ্গতি, সমাজের অবক্ষয়, ক্ষয়িষ্ণু দেয়ালচিত্র, সময়ের বেড়াজালে আবদ্ধ মানবকুল, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়াদির এক বিনিসুঁতোয় গেথেঁছেন শিল্প-সম্ভার। তিনি২০১৯ সালে ঢাকায় আলিয়ঁস ফ্রসেজঁ-এ লাগ্যালারিতে 'জীবন ও সময়ের আখ্যান' শীর্ষক তৃতীয় একক মিনিয়েচার চিত্রপ্রদর্শনী করেন। ২০০৩ সালেবাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি'র জাতীয় চিত্রশালায় 'জীবন ও সময়ের চিত্রকল্প' শীর্ষক প্রথম একক ছাপচিত্রকলা প্রদর্শনী এবং একই সালে একই স্থানে দ্বিতীয় একক চিত্রকলা প্রদর্শনী করেন। প্রায় ৮৯টি জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও অন্যান্য দলীয় চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছেন (১৯৮৯-২০১৯)। তিনি ২০১৯ সালের ১২ অক্টোবর 'ক্যানভাস অব বাংলাদেশ'

আয়োজিত বরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান-এর ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাজধানীর শাহবাগস্থ পাবলিক লাইব্রেরির ভিআইপি মিলনায়তনে "এস এম সুলতান সম্মাননা ২০১৯" (ছাপচিত্রে বিশেষ অবদান স্বরূপ) গ্রহণ করেন। একই সালের ২৯ নভেম্বর 'স্বাধীনতা সংসদ'র আয়োজনে রাজধানীর কাঁটাবনে চিংড়ি চাইডিনজ রেস্টুরেন্টে মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'মাওলানা ভাসানী স্মৃতি সম্মাননা ২০১৯' গ্রহণ করেন ছাপচিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য। তিনি একই সালের ২৮ ডিসেম্বর রাজধানীর শাহবাগস্থ পাবলিক লাইব্রেরির ভিআইপি মিলনায়তনে 'ক্যানভাস অব বাংলাদেশ' আয়োজিত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন-এর ১০৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে "জয়নুল আবেদিন সম্মাননা" (ছাপচিত্রে বিশেষ অবদান স্বরূপ) গ্রহণ করেন। তিনি ২০২০ সালের ১৫ জানুয়ারি ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় কচি কাঁচার মেলা মিলনায়তনে 'মসি সাহিত্য পরিষত ও মানবজীবন পত্রিকা' আয়োজিত 'মসি গুণীজন সংবর্ধনা ২০১৯' গ্রহণ করেন চিত্রশিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য।

তিনি ২০০৩ সালে কথা ললিতকলা একাডেমি থেকে সম্মান পুরস্কার; ২০০২ সালে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৬৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান পদক লাভ; ২০০০ সালে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রিন্টমেকিং বিভাগে শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষামূলক পুরস্কার; ১৯৯৯ সালে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৪তম শাহাদতবার্ষিকী,উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সকল মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক' অর্জন; ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ১২তম জাতীয় নবীনশিল্পী শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে সম্মানসূচক পুরস্কার; ১৯৯৮ সালে সমাকালীন শিল্পাঙ্গন গ্যালারি আয়োজিত তৃতীয় তরুণশিল্পী শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে সম্মানসূচক পুরস্কার; ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আয়োজিত 'মানবতারজন্য শিল্প'৯৬ শীর্ষক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে সম্মানসূচক পুরস্কার; ১৯৯৭ সালে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রিন্টমেকিং বিভাগে শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষামূলক পুরস্কার; ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত জাতিসংঘের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তরুণশিল্পী চিত্রকলা প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীতে সম্মানসূচক পুরস্কার, অর্জন করেন। এছাড়া ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় একাধিকবার পুরস্কার লাভ করেন (১৯৮২-১৯৮৮)।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ দেশ-বিদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁর চিত্রকর্ম সংগৃহীত রয়েছে। স্বীকৃত জার্নালে তাঁর চারুকলা বিষয়ক গবেষণামূলক ৬টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'ছাপচিত্রকলা' ও 'ছাপাই ছবির করণকৌশল' বিষয়ক দুটি অ্যাকাডেমিক গ্রন্থ 'প্রথম প্রকাশন', ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য; ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা পৌর পাঠাগারের আজীবন সদস্য; মুক্তাগাছাস্থ 'এফ রহমান ও কে নেসা ফাউন্ডেশন'র চেয়ারম্যান; মুক্তাগাছা কিশলয় কচি কাঁচার মেলার সদস্য (১৯৮৩-১৯৮৮); স্কাউট (১৯৮৫-১৯৮৬) ও রোভার স্কাউট সদস্য (১৯৮৭-১৯৮৮) এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন। তিনি বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে 'চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র' বিভাগে 'প্রিন্টমেকিং ডিসিপ্লিন'-এ প্রফেসর পদে অধ্যাপনারত।

জীবনযাত্রার সমগ্রপথ হোক আত্মনিবেদিত সময়ের কাছে। সময়ের নাম ধরে এগিয়ে যাক সবটুকু রঙ তার তুলিতে। জীবনের মাঝে, জীবন সম্মিলনে।

উত্তরাঞ্চলের

সানশাইন

www.dailysunshine.com.bd ভালো কাজে, সবার সাথে fb.com/thedailysunshine

রেজি নং- রাজ-৬৭ ● ৩২তম বর্ষ ● ২২৫ সংখ্যা ● ৪ পৃষ্ঠা ● ১৩ মাঘ ১৪২৬ ● ০১ জমাদিউস সানি ১৪৪১ ● ২৭ জানুয়ারি ২০২০ ● মূল্য ৩ টাকা

শিল্প জগতের এক অনন্য হীরা

হীরা

স্টাফ রিপোর্টার : শিল্পী প্রফেসর মো. আবদুস সোবাহান হীরা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের 'চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র' বিভাগের অধ্যাপক। ড. হীরা সোবাহান নামে অধিক পরিচিত ও সমাদৃত। তিনি একজন সুপরিচিত প্রিন্টমেকার, পেইন্টার, ডিজাইনার, গবেষক ও লেখক। যিনি মূর্ত, অর্ধবিমূর্ত ও বিমূর্ত আধুনিক শিল্পরীতিতে শিল্পনির্মাণে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

উডকাট, এচিং, অ্যাকোয়াটিন্ট, সফটগ্রাউন্ড, ড্রাইপয়েন্ট, স্টোনলিথোগ্রাফি, মনোটাইপ, মেজোটিন্ট, কলোগ্রাফ ও মিশ্রমাধ্যমে এদেশের প্রকৃতি, চলমান জীবনযাত্রা, দুর্যোগ, সমাজের নানা অসঙ্গতি, সমাজের অবক্ষয়, ক্ষয়িষ্ণু দেয়ালচিত্র, সময়ের বেড়াজালে আবদ্ধ মানবকুল, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গেথেছেন শিল্প-সম্ভার। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অসংখ্য প্রদর্শনীতে গুনী এই শিল্পীর রয়েছে পদচিহ্ন, সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদান। তিনি ২০১৯ সালে ঢাকায় আলিয়ঁস ফ্রসেজ-এ গ্যালারিতে 'জীবন ও সময়ের আখ্যান' শীর্ষক তৃতীয় একক মিনিয়েচার চিত্রপ্রদর্শনী করেন। ২০০৩ সালে বংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি'র জাতীয় চিত্রশালায় 'জীবন ও সময়ের চিত্রকল্প' শীর্ষক প্রথম একক ছাপচিত্রকলা প্রদর্শনী ও একই বছর সেখানেই দ্বিতীয় একক চিত্রকলা প্রদর্শনী করেন। ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৯ (২ এর পাতায় ৩ এর কলামে দেখুন)

শিল্প জগতের এক

সাল পর্যন্ত প্রায় ৮৯টি জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও অন্যান্য দলীয় চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন এই প্রতিভাধর শিল্পী। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কদর রয়েছে তাঁর শিল্পকর্মের। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ দেশ-বিদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁর বহু চিত্রকর্ম সংগৃহীত রয়েছে। স্বীকৃত জার্নালে চারুকলা বিষয়ের ওপর ড. হীরার গবেষণামূলক ৬টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছে 'ছাপচিত্রকলা' ও 'ছাপাই ছবির করণকৌশল' বিষয়ক দুটি অ্যাকাডেমিক গ্রন্থ।

শিল্পচর্চার পাশাপাশি সমাজসেবা ও সংস্কারমূলক স্বেচ্ছাসেবী কাজের সঙ্গেও জড়িত ড. হীরা। তিনি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা পৌর পাঠাগারের আজীবন সদস্য, মুক্তাগাছাস্থ 'এফ রহমান ও কে নেসা ফাউন্ডেশন'র চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছেন মানুষের জন্য।

এছাড়াও ১৯৮৩-১৯৮৮ সাল পর্যন্ত মুক্তাগাছা কিশলয় কচি কাঁচার মেলার সদস্য, ১৯৮৫-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত স্কাউট, ১৯৮৭-১৯৮৮ সাল পর্যন্ত রোভার স্কাউট সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন এই অধ্যাপক।

শিল্পকর্মের জন্য বহু সম্মাননা লাভ করেছেন শিল্পী ড. হীরা সোবাহান। ছাপচিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৯ সালের ১২ অক্টোবর 'এস এম সুলতান সম্মাননা ২০১৯', ২৯ নভেম্বর 'মাওলানা ভাসানী স্মৃতি সম্মাননা ২০১৯', ২৮ ডিসেম্বর 'জয়নুল আবেদিন সম্মাননা' লাভ করেন। এছাড়াও শিল্পচিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ২০২০ সালের ১৫ জানুয়ারি 'মসি গুণীজন সংবর্ধনা ২০১৯' লাভ করেন।

অনন্য প্রতিভার অধিকারী অধ্যাপক ড. হীরা সোবাহানের ঝুলিতে রয়েছে অসংখ্য পুরস্কার। এগুলোর মধ্যে-

২০০৩ সালে কথা ললিতকলা একাডেমি থেকে সম্মান পুরস্কার, ২০০২ বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান পদক, ২০০০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে প্রিন্টমেকিং বিভাগে শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষামূলক পুরস্কার, ১৯৯৯ সালে সকল মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক', ১৯৯৮ সালে ১২তম জাতীয় নবীনশিল্পী শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে সম্মানসূচক পুরস্কার, ১৯৯৮ সালে তৃতীয় তরুণশিল্পী শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে সম্মানসূচক পুরস্কার, ১৯৯৭ সালে 'মানবতার জন্য শিল্প ৯৬' শীর্ষক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে সম্মানসূচক পুরস্কার, ১৯৯৭ সালে প্রিন্টমেকিং বিভাগে শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষামূলক পুরস্কার, ১৯৯৫ সালে তরুণশিল্পী চিত্রকলা প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীতে সম্মানসূচক পুরস্কার এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় একাধিকবার পুরস্কার ছাড়াও অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেছেন।

গুনী এই মানুষটি ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার নন্দীবাড়ি গ্রামে ১৯৭০ সালের ২৪ মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে প্রিন্টমেকিংয়ে বিএফএ ডিগ্রি এবং ১৯৯৫ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এমএফএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

২০১১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলাদেশের ছাপচিত্রকলা এবং তিনজন শিল্পী : সফিউদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া ও মনিরুল ইসলাম (১৯৪৮-২০০৮)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে বাংলাদেশে প্রিন্টমেকিং বা ছাপচিত্রে সর্বপ্রথম পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

bijoyer-alo.com/archives/5763

বইয়ে ছাপানো চিত্র দেখেই ছাপচিত্র শিল্পী রাবি অধ্যাপক হীরা

প্রকাশের সময় ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, ১০:৩১ অপরাহ্ন
28 View

লাবু হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়:

ছোটবেলায় পড়তে বসে পাতা উল্টিয়ে বইয়ের চিত্রগুলো দেখতাম। বই পড়ার চেয়ে ছবি দেখতেই বেশি ভালো লাগতো আমার। আর ছাপানো ছবি দেখে মনে মনে ভাবতাম আমি কি এই ছাপাই ছবিগুলো নিজে নিজে করতে পারব? তখন থেকেই ছবি আকার চেষ্টা শুরু করি। বলছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের ছাপচিত্র ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক শিল্পী ড. হীরা সোবাহান।

তার পুরো নাম-মো.আবদুস সোবাহান হীরা। তবে শিক্ষার্থীদের কাছে হীরা স্যার নামেই পরিচিত। তিনি ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার নন্দীবাড়ি গ্রামে ১৯৭০ সালের ২৪ মে জন্মগ্রহণ করেন। প্রিন্টমেকার, পেইন্টার, ডিজাইনার, গবেষক ও লেখক হিসাবে পরিচিত এই ছাপচিত্র শিল্পী।

ছবি আঁকার হাতেখড়ি মূলত তার সেই ছোটবেলা থেকে। মাথার চুলে লেগে থাকা তেলে কাগজ ঘষে বই-এ ছাপানো ছবির উপর রেখে তা দেখে দেখে নকল করে ছবি আঁকতেন। ঘরের দেয়ালে মাছ, লতা-পাতাসহ হরেক রকম জিনিসের ছবি আঁকতেন তিনি। তার বাবা তার আঁকা ছবি দেখে উৎসাহ না দিলেও কখনো বাধা দিতেন না। তবে মা সবসময় তাকে উৎসাহ দিতেন।

জীবনে ছবি এঁকে প্রথম উপার্জন করেছিলেন একশত টাকা। মোরগ মার্কা কয়েলের প্যাকেটে মোরগের ছবি দেখে ট্রাকের পিছনে ছবি অঙ্কন করেছিলেন তিনি। ছবি আঁকা দেখে স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা ছোটবেলা থেকেই তার প্রশংসা করতেন। জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম দেখে তিনি চারুকলায় পড়ার অনুপ্রেরণা পান। তৎকালীন শহীদ স্মৃতি কলেজের অধ্যক্ষের পরামর্শক্রমে ভর্তি হন আর্ট কলেজে। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) চারুকলা অনুষদে ভর্তির সুযোগ পেলে পরিবারের অনিহা সত্ত্বেও তিনি ১৯৮৯ সালে ছাপচিত্র বিভাগে ভর্তি হন।

এরপর ১৯৯৩ সালে ঢাবি চারুকলা থেকে ছাপচিত্রে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থানে বিএফএ ডিগ্রি এবং ১৯৯৫ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানে এমএফএ ডিগ্রি অর্জন করেন। রাবি থেকে 'বাংলাদেশের ছাপচিত্রকলা এবং তিন জন শিল্পী : সফিউদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া ও মনিরুল ইসলাম (১৯৪৮-২০০৮)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে বাংলাদেশে ছাপচিত্রে সর্বপ্রথম পিএইচডি সম্মাননা লাভ করেন ২০১১ সালে। তিনি মুর্ত, অর্ধবিমূর্ত ও বিমূর্ত আধুনিক শিল্পরীতিতে শিল্প নির্মাণে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। উডকাট, এচিং, অ্যাকোয়াটিন্ট, সফটগ্রাউন্ড, ড্রাইপয়েন্ট, স্টোনলিথোগ্রাফি, মনোটাইপ, মেজোটিন্ট, কলোগ্রাফ ও মিশ্রমাধ্যমে এদেশের প্রকৃতি, চলমান জীবনযাত্রা, দুর্যোগ, সমাজের নানা অসঙ্গতি, সমাজের অবক্ষয়, ক্ষয়িষ্ণু দেয়ালচিত্র, সময়ের বেড়াজালে আবদ্ধ মানবকুল. সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়াদির এক বিনিসুঁতোয় গেথেঁছেন শিল্প-সম্ভার। তিনি ২০০৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি'র জাতীয় চিত্রশালায় 'জীবন ও সময়ের চিত্রকল্প' শীর্ষক প্রথম একক ছাপচিত্রকলা প্রদর্শনী এবং একই সালে একই স্থানে দ্বিতীয় একক চিত্রকলা প্রদর্শনী করেন।

২০১৯ সালে ঢাকায় আলিয়ঁস ফ্রসেজঁ-এ লা গ্যালারিতে 'জীবন ও সময়ের আখ্যান' শীর্ষক তৃতীয় একক মিনিয়েচার চিত্র প্রদর্শনী করেন। এ পর্যন্ত তিনি প্রায় ৮৯ টি জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও অন্যান্য দলীয় চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছেন। ছাপচিত্রে বিশেষ অবদান সরুপ জয়নুল আবেদিন, এস.এম. সুলতান, মাওলান ভাসানী সম্মাননাসহ পেয়েছেন ললিতকলা একাডেমি ও শিল্পকলা একাডেমি থেকে সম্মাননা পুরস্কার, বিভাগের শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষামূলক পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদকসহ আরো অনেক পুরস্কার। কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৯৭ সালে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৩ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মজীবন অতিবাহীত করার পর তিনি যোগদান করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অধিনে নড়াইলে এস. এম সুলতান স্মৃতি সংগ্রহশালায় প্রতিষ্ঠাতা কিউরেটর হিসেবে। পরবর্তীতে ২রা জুলাই ২০০৬ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) চারুকলা বিভাগে বর্তমান চারুকলা অনুষদের ছাপচিত্র শাখায় প্রভাষক পদে যোগদান করেন।
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ দেশ-বিদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁরচিত্রকর্ম সংগৃহীত রয়েছে। স্বীকৃত জার্নালে তাঁর চারুকলা বিষয়ক গবেষণা মূলক ৬টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'ছাপচিত্রকলা' ও 'ছাপাই ছবির করণকৌশল' বিষয়ক দুটি অ্যাকাডেমিক গ্রন্থ 'প্রথম প্রকাশন', ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

নতুন প্রজন্মকে চারুশিল্পের দিকে অগ্রসর করতে চান জানিয়ে হীরা সোবাহান বলেন, ছবি আঁকা ও অন্য শিল্পকর্ম মানবজীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে পাশাপাশি রুচিবোধ, সৃজনশীল মানুষ এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা ও সাহসীভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। সুশীল জাতি গঠনে চারুশিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে চারুশিল্প। দেশে চারুশিল্পের আরো প্রসার হওয়া প্রয়োজন। যাতে সর্বস্তরের শিক্ষার্থীরা চারুশিক্ষার ছোয়া পায়।
এছাড়াও তিনি বলেন, রাবি চারুকলার শিক্ষার্থীরা একাডেমিক ক্লাসের বাইরে ছাপচিত্র নিয়ে কাজ করতে পারে তাই তিনি নিজের অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেহেরচন্ডি এলাকায় একটি ছাপচিত্র স্টুডিও করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপচিত্র ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীদের দ্বারা সেটা পরিচালিত হবে।#

বইয়ে ছাপানো চিত্র দেখেই ‘ছাপচিত্র শিল্পী’ রাবি অধ্যাপক

বাংলা জুড়ে মুক্ত খবর...
দৈনিক মুক্তপ্রভাত

লাবু হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞাপন

সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানে এমএফএ ডিগ্রি অর্জন করেন। রাবি থেকে 'বাংলাদেশের ছাপচিত্রকলা এবং তিন জন শিল্পী : সফিউদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া ও মনিরুল ইসলাম (১৯৪৮-২০০৮)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে বাংলাদেশে ছাপচিত্রে সর্বপ্রথম পিএইচডি সম্মাননা লাভ করেন ২০১১ সালে। তিনি মুর্ত, অর্ধবিমূর্ত ও বিমূর্ত আধুনিক শিল্পরীতিতে শিল্প নির্মাণে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

উডকাট, এচিং, অ্যাকোয়াটিন্ট, সফটগ্রাউন্ড, ড্রাইপয়েন্ট, স্টোনলিথোগ্রাফি, মনোটাইপ, মেজোটিন্ট, কলোগ্রাফ ও মিশ্রমাধ্যমে এদেশের প্রকৃতি, চলমান জীবনযাত্রা, দুর্যোগ, সমাজের নানা অসঙ্গতি, সমাজের অবক্ষয়, ক্ষয়িষ্ণু দেয়ালচিত্র, সময়ের বেড়াজালে আবদ্ধ মানবকুল. সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়াদির এক বিনিসুঁতোয় গেথেঁছেন শিল্প-সম্ভার।

তিনি ২০০৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি'র জাতীয় চিত্রশালায় 'জীবন ও সময়ের চিত্রকল্প' শীর্ষক প্রথম একক ছাপচিত্রকলা প্রদর্শনী এবং একই সালে একই স্থানে দ্বিতীয় একক চিত্রকলা প্রদর্শনী করেন। ২০১৯ সালে ঢাকায় আলিয়ঁস ফ্রসেজঁ-এ লা গ্যালারিতে 'জীবন ও সময়ের আখ্যান' শীর্ষক তৃতীয় একক মিনিয়েচার চিত্র প্রদর্শনী করেন।

এ পর্যন্ত তিনি প্রায় ৮৯ টি জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও অন্যান্য দলীয় চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছেন। ছাপচিত্রে বিশেষ অবদান সরুপ জয়নুল আবেদিন, এস.এম. সুলতান, মাওলান ভাসানী সম্মাননাসহ পেয়েছেন ললিতকলা একাডেমি ও শিল্পকলা একাডেমি থেকে সম্মাননা পুরস্কার, বিভাগের শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষামূলক পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদকসহ আরো অনেক পুরস্কার।

কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৯৭ সালে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৩ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মজীবন অতিবাহীত করার পর তিনি যোগদান করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অধিনে নড়াইলে এস. এম সুলতান স্মৃতি সংগ্রহশালায় প্রতিষ্ঠাতা কিউরেটর হিসেবে। পরবর্তীতে ২রা জুলাই ২০০৬ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) চারুকলা বিভাগে বর্তমান চারুকলা অনুষদের ছাপচিত্র শাখায় প্রভাষক পদে যোগদান করেন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ দেশ-বিদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁরচিত্রকর্ম সংগৃহীত রয়েছে। স্বীকৃত জার্নালে তাঁর চারুকলা বিষয়ক গবেষণা মূলক ৬টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'ছাপচিত্রকলা' ও 'ছাপাই ছবির করণকৌশল' বিষয়ক দুটি অ্যাকাডেমিক গ্রন্থ 'প্রথম প্রকাশন', ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

নতুন প্রজন্মকে চারুশিল্পের দিকে অগ্রসর করতে চান জানিয়ে হীরা সোবাহান বলেন, ছবি আঁকা ও অন্য শিল্পকর্ম মানবজীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে পাশাপাশি রুচিবোধ, সৃজনশীল মানুষ এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা ও সাহসীভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। সুশীল জাতি গঠনে চারুশিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে চারুশিল্প। দেশে চারুশিল্পের আরো প্রসার হওয়া প্রয়োজন। যাতে সর্বস্থরের শিক্ষার্থীরা চারুশিক্ষার ছোয়া পায়।

এছাড়াও তিনি বলেন, রাবি চারুকলার শিক্ষার্থীরা একাডেমিক ক্লাসের বাইরে ছাপচিত্র নিয়ে কাজ করতে পারে তাই তিনি নিজের অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেহেরচন্ডি এলাকায় একটি ছাপচিত্র স্টুডিও করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপচিত্র ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীদের দ্বারা সেটা পরিচালিত হবে।

বইয়ে ছাপানো চিত্র দেখেই ছাপচিত্র শিল্পী রাবি অধ্যাপক হীরা

আপডেট টাইম : February, 5, 2020, 9:39 pm / 41

লাবু হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়:

ছোটবেলায় পড়তে বসে পাতা উল্টিয়ে বইয়ের চিত্রগুলো দেখতাম। বই পড়ার চেয়ে ছবি দেখতেই বেশি ভালো লাগতো আমার। আর ছাপানো ছবি দেখে মনে মনে ভাবতাম আমি কি এই ছাপাই ছবিগুলো নিজে নিজে করতে পারব? তখন থেকেই ছবি আকার চেষ্টা শুরু করি। বলছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের ছাপচিত্র ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক শিল্পী ড. হীরা সোবাহান।

তার পুরো নাম-মো.আবদুস সোবাহান হীরা। তবে শিক্ষার্থীদের কাছে হীরা স্যার নামেই পরিচিত। তিনি ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার নন্দীবাড়ি গ্রামে ১৯৭০ সালের ২৪ মে জন্মগ্রহণ করেন। প্রিন্টমেকার, পেইন্টার, ডিজাইনার, গবেষক ও লেখক হিসাবে পরিচিত এই ছাপচিত্র শিল্পী।

ছবি আঁকার হাতেখড়ি মূলত তার সেই ছোটবেলা থেকে। মাথার চুলে লেগে থাকা তেলে কাগজ ঘষে বই-এ ছাপানো ছবির উপর রেখে তা দেখে দেখে নকল করে ছবি আঁকতেন। ঘরের দেয়ালে মাছ, লতা-পাতাসহ হরেক রকম জিনিসের ছবি আঁকতেন তিনি। তার বাবা তার আঁকা ছবি দেখে উৎসাহ না দিলেও কখনো বাধা দিতেন না। তবে মা সবসময় তাকে উৎসাহ দিতেন।

জীবনে ছবি এঁকে প্রথম উপার্জন করেছিলেন একশত টাকা। মোরগ মার্কা কয়েলের প্যাকেটে মোরগের ছবি দেখে ট্রাকের পিছনে ছবি অঙ্কন করেছিলেন তিনি। ছবি আঁকা দেখে স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা ছোটবেলা থেকেই তার প্রশংসা করতেন। জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম দেখে তিনি চারুকলায় পড়ার অনুপ্রেরণা পান। তৎকালীন শহীদ স্মৃতি কলেজের অধ্যক্ষের পরামর্শক্রমে ভর্তি হন আর্ট কলেজে। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) চারুকলা অনুষদে ভর্তির সুযোগ পেলে পরিবারের অনিহা সত্ত্বেও তিনি ১৯৮৯ সালে ছাপচিত্র বিভাগে ভর্তি হন।

এরপর ১৯৯৩ সালে ঢাবি চারুকলা থেকে ছাপচিত্রে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থানে বিএফএ ডিগ্রি এবং ১৯৯৫ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানে এমএফএ ডিগ্রি অর্জন করেন। রাবি থেকে 'বাংলাদেশের ছাপচিত্রকলা এবং তিন জন শিল্পী : সফিউদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া ও মনিরুল ইসলাম (১৯৪৮-২০০৮)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে বাংলাদেশে ছাপচিত্রে সর্বপ্রথম পিএইচডি সম্মাননা লাভ করেন ২০১১ সালে। তিনি মুর্ত, অর্ধবিমূর্ত ও বিমূর্ত আধুনিক শিল্পরীতিতে শিল্প নির্মাণে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

উডকাট, এচিং, অ্যাকোয়াটিন্ট, সফটগ্রাউন্ড, ড্রাইপয়েন্ট, স্টোনলিথোগ্রাফি, মনোটাইপ, মেজোটিন্ট, কলোগ্রাফ ও মিশ্রমাধ্যমে এদেশের প্রকৃতি, চলমান জীবনযাত্রা, দুর্যোগ, সমাজের নানা অসঙ্গতি, সমাজের অবক্ষয়, ক্ষয়িষ্ণু দেয়ালচিত্র, সময়ের বেড়াজালে আবদ্ধ মানবকুল. সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়াদির এক বিনিসুঁতোয় গেথেঁছেন শিল্প-সম্ভার।

তিনি ২০০৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি'র জাতীয় চিত্রশালায় 'জীবন ও সময়ের চিত্রকল্প' শীর্ষক প্রথম একক ছাপচিত্রকলা প্রদর্শনী এবং একই সালে একই স্থানে দ্বিতীয় একক চিত্রকলা প্রদর্শনী করেন। ২০১৯ সালে ঢাকায় আলিয়ঁস ফ্রসেজঁ-এ লা গ্যালারিতে 'জীবন ও সময়ের আখ্যান' শীর্ষক তৃতীয় একক মিনিয়েচার চিত্র প্রদর্শনী করেন। এ পর্যন্ত তিনি প্রায় ৮৯ টি জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও অন্যান্য দলীয় চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছেন। ছাপচিত্রে বিশেষ অবদান সরুপ জয়নুল আবেদিন, এস.এম. সুলতান, মাওলান ভাসানী সম্মাননাসহ পেয়েছেন ললিতকলা একাডেমি ও শিল্পকলা একাডেমি থেকে সম্মাননা পুরস্কার, বিভাগের শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষামূলক পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদকসহ আরো অনেক পুরস্কার।

কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৯৭ সালে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৩ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মজীবন অতিবাহীত করার পর তিনি যোগদান করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অধিনে নড়াইলে এস. এম সুলতান স্মৃতি সংগ্রহশালায় প্রতিষ্ঠাতা কিউরেটর হিসেবে। পরবর্তীতে ২রা জুলাই ২০০৬ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) চারুকলা বিভাগে বর্তমান চারুকলা অনুষদের ছাপচিত্র শাখায় প্রভাষক পদে যোগদান করেন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ দেশ-বিদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁরচিত্রকর্ম সংগৃহীত রয়েছে। স্বীকৃত জার্নালে তাঁর চারুকলা বিষয়ক গবেষণা মূলক ৬টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'ছাপচিত্রকলা' ও 'ছাপাই ছবির করণকৌশল' বিষয়ক দুটি অ্যাকাডেমিক গ্রন্থ 'প্রথম প্রকাশন', ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

নতুন প্রজন্মকে চারুশিল্পের দিকে অগ্রসর করতে চান জানিয়ে হীরা সোবাহান বলেন, ছবি আঁকা ও অন্য শিল্পকর্ম মানবজীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে পাশাপাশি রুচিবোধ, সৃজনশীল মানুষ এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা ও সাহসীভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। সুশীল জাতি গঠনে চারুশিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে চারুশিল্প। দেশে চারুশিল্পের আরো প্রসার হওয়া প্রয়োজন। যাতে সর্বস্থরের শিক্ষার্থীরা চারুশিক্ষার ছোয়া পায়।

এছাড়াও তিনি বলেন, রাবি চারুকলার শিক্ষার্থীরা একাডেমিক ক্লাসের বাইরে ছাপচিত্র নিয়ে কাজ করতে পারে তাই তিনি নিজের অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেহেরচন্ডি এলাকায় একটি ছাপচিত্র স্টুডিও করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপচিত্র ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীদের দ্বারা সেটা পরিচালিত হবে।

সময় নিউজ২৪.কম/এমএম

ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২রা চৈত্র, ১৪০২ ঃঃ Friday. 15 March. 1996

তরুণ-কণ্ঠ

প্রতিভা অন্যরকম

চারুকলা ইনষ্টিটিউট

চারুকলা ইনষ্টিটিউটের তরুণ শিক্ষার্থীরা কোন রং, তুলি, ক্যানভাসেই গতিবদ্ধ নয়। সাংস্কৃতিক নানা কর্মকান্ডেও তারা তৎপর। অনেকেই সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সহজ চেনামুখ। এদেরই একজন শাওন। পুরো নাম খান মোহাম্মদ ফজল-ই-মুনতাকিম। পড়ছেন বি,এফ,এ (সম্মান) প্রথম বর্ষে। কণ্ঠশিল্পী হিসেবে ইতোমধ্যে পরিচিতি অর্জন করেছেন। '৯০ সালে শিল্পকলা একাডেমী প্রদত্ত নজরুল সঙ্গীতের স্বর্ণপদকটি, সেটা শোভা পাচ্ছে তার ড্রইং রুমে। ছোট বেলায় পারিবারিক সংগীত চর্চার আসরে সঙ্গীত শেখা শুরু। তারপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। ছোট বয়সেই নজরুল সঙ্গীতে দু'-দু'বার শিশু একাডেমীর স্বর্ণপদক গলায় পরেছেন, '৮৭, '৮৮ সালে। শুধু গান নয়–আবৃত্তি ও অভিনয়ে রয়েছে শাওনের একাধিক জাতীয় পুরস্কার। তার নান্দনিক অভিনয় দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সঙ্গীত চর্চার বিকাশের পথে সমস্যার প্রশ্ন তুলতেই কিছুটা ম্লান হয়ে শাওন বললেন সঙ্গীত চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতার কথা। নতুনদের অধিক সুযোগদানের জন্য রেডিও, টেলিভিশনে দুয়ার খোলা নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। দিনের বেলায় ক্লাস এবং আউটডোরে ছবি আঁকতে বেশ সময় ব্যয় হয়। তাই সন্ধ্যার পর রেওয়াজ করেন। ইদানীং একটি ক্যাসেট প্রকাশের ব্যস্ততার জন্য স্টেজ প্রোগ্রাম খুব একটা করেন না।

গ্রাফিক ডিজাইনের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী মারিয়া। কাগুজে নাম লেখেন মারিয়া কিবতিয়া বিনতে রশীদ। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত করছেন বেশ কিছুদিন ধরে। '৮৮ সালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে জাতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থার স্বর্ণপদক পেয়েছেন। সঙ্গীতের অন্যান্য শাখাতেও স্বীকৃতি পেয়েছেন অনেকবার। সঙ্গীত চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন ৭/৮ বছর আগে। আগ্রহের ধারাবাহিকতায় নজরুল একাডেমী থেকে পাঁচ বছর-মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন কৃতিত্বের সঙ্গে। পাশাপাশি সম্পূর্ণ করেছেন স্বল্পমেয়াদী একাধিক সঙ্গীত বিষয়ক কর্মশালা। ইতোমধ্যে 'প্রেমের নাম বেদনা' নামে তার একটি ক্যাসেট বাজারে এসেছে।

শাওন

হৃদয়

তুহিন

মারিয়া

হীরা

কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই প্রচন্ড আগ্রহকে জাপটে ধরে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে আসন দখল করছেন হৃদয়। পুরোনাম নাজনীন সুফিয়ান হৃদয়। পড়াশুনা করছেন বি,এফ,এ শেষ বর্ষে। কবিতা, অভিনয়, উপস্থাপনা তিনটিতেই রয়েছে সুখ্যাতি। হৃদয়ের মুখাবয়ব শুধু দর্শনীয় নয়, কবিতার কণ্ঠও তার চমৎকার। পদ্যও লেখেন বেশ। যোগ্যতার মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে '৯০-এর কবিতা লেখার জন্য সুকান্ত স্বর্ণপদক পেয়েছেন। বি,টি,ভি-তে একইসাথে অভিনয় এবং উপস্থাপনার জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছেন ১৯৯১ সালে। বাদ্যযন্ত্রের প্রায় সবগুলোকে বশ মানিয়েছেন আশরাফুজ্জামান তুহিন। বি,এফ,এ সমাপনী বর্ষের ছাত্র। ছোট বেলায় বাড়ীতে ঢোল-তবলা দিয়ে ঢুক-ঢাক ডুক-ডাক করে যাত্রা শুরু। বর্তমানে, স্প্যানিস গিটার, হাওয়াইন গিটার, বাঁশী, মাউথ অর্গান, কি-বোর্ড তাঁর হাতের স্পর্শে সৃষ্টি করে অনুপম সুর-মূর্ছনা। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অপূর্ব সুরের ঝংকারে বিচারকদের মোহিত করে জিতেছেন বেশ কিছু পুরস্কার। নানামুখী ব্যস্ততার কারণে অনুশীলনের সময় করে উঠতে পারেন না। তবে সময় পেলেই চর্চায় বসে যান।

চারুকলা ইনষ্টিটিউটের সবার পরিচিত মুখ সোবহান হীরা। প্রিন্ট মেকিং এম,এফ,এ প্রথম পর্বের ছাত্র। শিক্ষিত স্বভাবের মানুষ। চলনে-বলনে কোলাহল নেই, আছে মানবীয় গতি। পদ্য লেখা ও আবৃত্তিতে যুগপৎ সুনাম। তার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে ঢাকা বেতারেও। বেতার বাংলার মাসিক সাময়িকীতে ছাপা হয়েছে হীরার বেশ কিছু কবিতা। সৌখিন আবৃত্তিকার হিসেবে মঞ্চ-ময়দানে কবিতা পড়েন কখনও কখনও। কবিতার একগুচ্ছ পাণ্ডুলিপি প্রেসে ছাপার অপেক্ষা করছে। ইদানিং ঢাকার কিছু কাগজে হীরার কার্টুন দৃশ্যমান। সব্যসাচী প্রতিভার অধিকারী হীরা। জাতিসংঘের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অর্জন করেন সম্মানসূচক পুরস্কার। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বাইরেও চারুকলার অনেকেরই রয়েছে ক্রীড়া ক্ষেত্রে গতিময় পদচারণা। এদলের একজন বি,এফ,এ ফাইনাল পরীক্ষার্থী শাহীনুর রহমান শাহীন। ব্যাডমিন্টন এবং টেবিল টেনিসে যুগল পরিক্রমায় এগিয়ে চলছেন। দু'টো ইভেন্টে ১৯৮৯ সালে সিটি কলেজে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মাধ্যমে সাফল্যের দ্বার খোলে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ,এফ, রহমান হলের '৯৩-এর আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা টেবিল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন দু'টোরই প্রথম পুরস্কার তাঁর গলায় ঝুলেছে। ❑ খান মাহবুব আলম

দৈনিক
ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৪
Thursday, 12 June, 1997

তরুণ কণ্ঠ

ক্যাম্পাস প্রতিভা

হীরার কৃতিত্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনষ্টিটিউটের এম, এফ, এ ১ম পর্ব (প্রিন্ট মেকিং)-এর ছাত্র আবদুস সোবাহান হীরা 'এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' আয়োজিত "আর্ট ফর এ্যামনেষ্টি '৯৬" শীষক তরুণ শিল্পী চিত্রকলা প্রতিযোগিতায় লাভ করেছেন সম্মানসূচক পুরস্কার। গত ২৮শে মার্চ '৯৭ চারুকলা ইনষ্টিটিউটে এই প্রতিযোগিতার পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ ও প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড এন মেরিল। উক্ত পুরস্কার ছাড়াও হীরা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী থেকে পেয়েছেন "জাতিসংঘের ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে তরুণ শিল্পী চিত্রকলা প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী '৯৫"-এ সম্মানসূচক পুরস্কার। এই প্রতিশ্রুতিশীল ছাপচিত্র শিল্পী দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চিত্র প্রদর্শনীতে কৃতিত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন।